জনাব মোঃ রেজাউল আহসানের জীবনী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সফল সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখে সততা ও সুনামের সাথে সরকারী চাকুরি জীবন সফল ভাবে শেষ করে বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের রতিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কছির উদ্দিন আহমেদ এবং মাতার নাম রহিমা খাতুন। কছির উদ্দিন আহমেদ ও রহিমা খাতুন দম্পতির আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তাঁর বাবা সরকারী চাকুরিজীবী ছিলেন এবং মা ছিলেন গৃহিনী। তাঁর বাবা-মা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি অন্য দশটি ছেলে-মেয়ে থেকে একটু বেশি সৃষ্টিশীল হবেন। তাই তাঁর নাম মোঃ রেজাউল আহসান রাখলেও আদর করে মডেল নামে ডাকতেন। এখনও জনাব মোঃ রেজাউল আহসান তাঁর নিজ গ্রামে মডেল নামেই পরিচিত।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের শুরু বৈরাতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরবর্তীতে বৈরাতী উচ্চ বিদ্যালয় হতে অষ্টম শ্রেণী পাশ করে রংপুর শহরে চলে যান। ১৯৭৮ সালে রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক (এস এস সি) এবং ১৯৮০ সালে কারমাইকেল কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ এস সি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে ভর্তি হন। ১৯৮৪ সালে কৃষি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৫ সালে এগ্রোনমি বিষয়ে মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ২০০৪ সালে যুক্তরাজ্যের দ্যা সিটি এন্ড গিল্ড অব লন্ডন ইনস্টিটিউট হতে সফটওয়্যার এপ্লিকেশন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৮ সালে হাজী দানেশ কৃষি কলেজে (বর্তমানে হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এক বছর পরেই বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৮৯ সালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি), নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে সুনামের সাথে মাঠ প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে উপসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি পদোন্নতি পেয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব হিসেবে প্রায় দুই বছর সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ৩২ বছরেরও বেশি সময়ের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে তিনি কর্মসফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এরই স্বীকৃতি হিসেবে সরকার তাঁকে অবসর গ্রহণের পর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে।

সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুরে শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এবং রংপুরে শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন এবং সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠায় পাইলট প্রকল্প গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন